بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ   نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ   وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

খুতবা জুম'আ

জামা'তের একজন নিষ্ঠাবান প্রবীণ কর্মী মোকাররম চৌধুরী হামীদ উল্লাহ্ সাহেবের স্মৃতিচারণ, প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ)কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত ১২ফেব্রুয়ারী ২০২১ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

আজ আমি জামা'তের একজন নিষ্ঠাবান প্রবিণ কর্মী মোকাররম চৌধুরী হামীদ উল্লাহ্ সাহেবের স্মৃতিচারণ করতে চাই, যিনি সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন। তিনি তাহরীকে জাদীদ, পাকিস্তানের উকিলে আ'লা এবং পাকিস্তান-তাহরীকে জাদীদ, আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সদর মজলিস ছিলেন। এছাড়া দীর্ঘকাল যাবৎ অফিসার জলসা সালানা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। গত ৭ই ফেব্রুয়ারি তাহের হার্ট ইন্সটিটিউট-এ ৮৭ বছর বয়সে তাঁর ইন্তেকাল হয়, **ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন।**

শ্রদ্ধেয় চৌধুরী সাহেবের পিতার নাম বাবু মুহাম্মদ বখশ সাহেব এবং মায়ের নাম ছিল, আয়েশা বিবি সাহেবা। তারা ভেরার পাশ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। চৌধুরী সাহেব ১৯৩৪ সালে কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে তার পিতা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন।

চৌধুরী সাহেব কাদিয়ানে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি যখন অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ছিলেন তখন ১৯৪৬ সনে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ওয়াক্‌ফ এর তাহরীক করলে তাতে সাড়া দিয়ে তাঁর মা তাঁকে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)এর সকাশে নিয়ে যান আর হুযূরের কাছে নিবেদন করেন, এই আমার সন্তান! আমি একে ধর্মের জন্য উৎসর্গ করছি। ১৯৪৯ সনে তিনি মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করেন এরপর ওকালত দেওয়ান, রাবওয়ার নির্দেশে ইন্টারভিউর জন্য রাবওয়ায় আসেন। লিখিত পরীক্ষার পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন এবং তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী তার পড়াশোনা অব্যাহত থাকে আর এভাবে তিনি স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্জন করেন। ১৯৫৫ সনে তিনি তা'লীমুল ইসলাম কলেজে শিক্ষক নিযুক্ত হন। এরপর গণিত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৬০ সনে সারগোধা নিবাসী আব্দুল জব্বার খান সাহেবের কন্যা রাজিয়া খানম সাহেবার সাথে তার বিয়ে হয়। ১৯৭৪ সন পর্যন্ত তিনি টিআই কলেজে দায়িত্ব পালন করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাঁকে নাযের যিয়াফত নিযুক্ত করেন। ১৯৮২ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁকে তাহরীকে জাদীদের উকীলে আলা নিযুক্ত করেন। এর পাশাপাশি কিছুদিন পর্যন্ত তিনি তাহরীকে জাদীদের এডিশনাল সদর মজলিসও ছিলেন। এরপর ১৯৮৯ তথা জুবলী সনে তিনি তাহরীকে জাদীদের সদর নিযুক্ত হন আর আমৃত্যু তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি ১৯৮৬ সন থেকে আমৃত্যু সিন্ধু প্রভৃতি অঞ্চলের জরুরী অবস্থায় এডিশনাল নাযেরে আলা হিসাবে তত্ত্বাবধান করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)' র যুগে তিনি রাবওয়ার আমীরে মোকামী হওয়ার সম্মানও লাভ করেন। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, মোকামী রাবওয়া এবং কেন্দ্রীয় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ায় বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর ১৯৬৯ সন হতে ১৯৭৩ সন পর্যন্ত কেন্দ্রীয়

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর ছিলেন। সেযুগে বিশ্ব-খোদ্দামুল আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় কাঠামো ছিল, কেন্দ্র থেকেই (সকল দেশকে) নিয়ন্ত্রণ করা হতো, প্রত্যেক দেশে পৃথক পৃথক সদর নিযুক্ত করা হতো না।

১৯৭০ সনে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় ইজতেমায় বক্তৃতা প্রদানের সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, আমি এক নিষ্ঠাবান যুবক, যার সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)এর দৈহিক কোন সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু আধ্যাত্মিক সম্পর্ক অত্যন্ত দৃঢ় ছিল, খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদরের দায়িত্ব অর্পণ করেছি। আল্লাহ্তা'লা তাঁকে কাজ করার তৌফিক দিয়েছেন এবং তাঁর চেষ্টা-প্রচেষ্টা কল্যাণমণ্ডিত করেছেন আর আমাদের দোয়া গ্রহণ করেছেন।

সদর হিসেবে তাঁর মেয়াদ কালে সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আই.)এর প্রত্যাশা অনুসারে খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রতিটি বিভাগ উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছে। ১৯৭৪ সালের জরুরী অবস্থায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)'র নির্দেশনায় যে 'হাঙ্গামী সেল' বা জরুরী কমিটি গঠিত হয়েছিল চৌধুরী সাহেব এতেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র লন্ডনে হিজরতের পরে হুযূরের নির্দেশে তিনি এখানে আসেন এবং এক বছরের বেশি সময় এখানে অবস্থান করেন আর এখানেও জামা'তের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা এবং গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৮২ থেকে ১৯৯৯ সন পর্যন্ত (তিনি) সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছেন। ২০০৩ সনের এপ্রিল মাসে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র মৃত্যুর পর 'ইন্তেখাবে খিলাফত তথা খলীফা নির্বাচনী' সভায় সভাপতিত্ব করার সম্মানও তিনি লাভ করেন। উকিলে আলা হিসেবে তিনি আফ্রিকা ও ইউরোপসহ অসংখ্য দেশ সফর করেছেন। ১৯৭৩ সনে মোহতরম সৈয়্যদ মীর দাউদ আহমদ সাহেবের মৃত্যুর পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে অফিসার জলসা সালানা নিযুক্ত করেন। ১৯৭৩ সন থেকে আমৃত্যু তিনি অফিসার জলসা সালানা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সনে কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত জলসা সালানায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁকে অফিসার জলসা সালানা নিযুক্ত করেছিলেন। ১৯৭৭ সনে তাকে অফিসার জলসা সালানা রাবওয়ার পাশাপাশি নাযের যিয়াফত-ও নিযুক্ত করা হয়। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৭ পর্যন্ত (তিনি) নাযের যিয়াফত হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

তাঁর অবর্তমানে সহধর্মিণী রাজিয়া খানম ছাড়া তার এক ছেলে এবং দুই কন্যা রয়েছে। তাঁর সহধর্মিণী বলেন, তিনি যে ভাতাই পেতেন তা থেকে সর্বপ্রথম চাঁদা প্রদান করতেন এবং আমাকেও সর্বদা এই উপদেশই দিতেন, অর্থাৎ সর্বপ্রথম চাঁদা দাও আর এরপর অন্যান্য প্রয়োজন পূর্ণ কর। এছাড়া তিনি আমাকে ওসীয়্যত করার জন্যও উপদেশ দেন। চৌধুরী সাহেব নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি সময়মত পূর্ণ নামায পড়েছেন।

তিনি আরো বলেন, একজন স্নেহপরায়ণ স্বামী ছিলেন। সন্তানদের জন্য স্নেহশীল পিতা ছিলেন। কোন আত্মীয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হতেন না। আগ বাড়িয়ে বিবাদ মীমাংসা করতেন আর বলতেন, 'আল্ইযযাতু লিল্লাহে জামিআ', অর্থাৎ সকল সম্মান আল্লাহ্তা'লার জন্য। নিজ ভাইবোন এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের প্রতি অনেক খেয়াল রাখতেন। এরপর তাঁর এক কন্যা বলেন, "কখনো আমাদের মায়ের সাথে উঁচু গলায় কথা বলেন নি। আব্বু শুধু আমাদের পিতা -ই ছিলেন না, বরং আমাদের বন্ধুও ছিলেন। আরো বলেন, "আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমার কক্ষেই তিনি তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। তাঁর সেই সময়কার এই দোয়া আমার এখনও স্মরণ আছে যা তিনি বারংবার পড়তেন, 'এ্যায় কাদের ও তওয়ানা, আফাত সে বাচানা' (অর্থাৎ, 'হে সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহা শক্তিশালী খোদা! বিপদাপদ থেকে আমাদের রক্ষা কর।') আমাদের পিতা আমাদের জন্য দোয়ার ভাণ্ডার ছিলেন।"

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, তিনি সত্যিকার অর্থেই ওয়াক্ফে যিন্দেগীর দায়িত্ব পালনকারী ছিলেন। খাওয়া-দাওয়া এবং ঘুম ছাড়া তিনি সর্বদা কেবল জামা'তী কাজ করেছেন, কোন সময় অপচয় করেন নি।"

তাঁর ছেলেও একথাই লিখেছে, "তিনি সবসময় দুটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন, নামায এবং যুগ-খলীফার খুতবা কোন অবস্থাতেই বাদ যাওয়া উচিত নয়, আর যুগ-খলীফা যে নির্দেশই প্রদান করেন তা যথাযথভাবে পালন করা উচিত।"

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আমি যখন একবার সব নাযের এবং উকিলদের একথা বলেছিলাম, পরবর্তীতেও দু'তিনবার বলেছি, (রাবওয়ার) বাইরের জামা'তগুলোতে যান আর মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করে আমার সালাম পৌঁছান। তখন চৌধুরী সাহেবও দু'বার গিয়েছেন। লেখক বলেন, আমি দু'বার তাঁর সাথে সফরে গিয়েছি। তিনি সারগোধা জেলার দায়িত্বে ছিলেন। একটি বাড়িও তিনি বাদ দেননি; প্রত্যেকের কাছে গিয়েছেন আর আমার সালাম পৌঁছিয়েছেন। এছাড়া এটিও তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, আনুগত্য ও আদেশ পরিপূর্ণরূপে পালন করতে হবে। এছাড়া তিনি আরো বলেন, দাপ্তরিক কাজকর্মের ক্ষেত্রেও তাঁর একটি স্থায়ী নির্দেশনা ছিল, ছোট বা বড় যে বিষয়ই হোক না কেন, কোন ভুল হয়ে গেলেও, খলীফাতুল মসীহ্‌কে অবগত করতে হবে এবং আবশ্যই বিষয়টি তাঁর গোচরীভূত করুন। এতে দোয়াও (লাভ) হয় আর সংশোধনও হয়ে যায়। সফরকালীন সময় কখনো কখনো কোন কোন জামা'ত বলতো, আজ আমাদের উদ্দেশ্যে কোন বক্তব্য রাখুন। তখন অস্বীকৃতি জানিয়ে বলতেন, আমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছি এখন কেবল তা-ই করব।

লাইক আবেদ সাহেব লিখেন, ছোট-খাটো বিষয়েও খুবই সতর্কতার সাথে কাজ করতেন। যে কোন ড্রাফ্‌ট বা খসড়া, বিল বা চিঠি পুরোপুরি না পড়ে স্বাক্ষর করতেন না। (আর কর্মকর্তাদের জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, না দেখে কখনও স্বাক্ষর করবেন না।) খুবই সময়নিষ্ঠ ছিলেন এবং প্রতিটি কাজ সময়মতো করার অভ্যাস এত প্রবল ছিল যেন তিনি সময়ের লাগাম ধরে আছেন এবং যেভাবে চাইবেন সেভাবেই পরিচালনা করবেন। এরূপ সময়নিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও শিষ্ঠাচারের দাবী পূরণে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। মসজিদে নামাযের জন্য গিয়ে যিকরে এলাহীতে রত হতেন।

সামিউল্লাহ্‌ সাইয়াল সাহেব বলেন, তিনি একজন সহমর্মী, সাহসী, ধর্মের সেবায় সর্বদা নিবেদিত এবং খিলাফতের প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা পোষণকারী মানুষ ছিলেন। এটিও তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, নতুন ওয়াকেফীনদেরকে খুবই উত্তমভাবে তরবীয়ত করতেন।

হালীম কুরাইশী সাহেব বলেন, ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিষয়াদিতে তিনি অনেক দক্ষ ছিলেন। অব্যবস্থাপনা কখনোই সহ্য করতেন না। আর্থিক বিষয়াদির প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখতেন এবং বাজারদর সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট নিতেন বা হাল নাগাদ থাকতেন। কোন বিলে যদি দশ টাকাও বেশি থাকতো তাহলে জিজ্ঞাসা করতেন, অমুক দোকানে এই জিনিসটির দাম একশ' টাকা অথচ আপনি একশ' দশ টাকা ব্যয় করেছেন!

মাজেদ তাহের সাহেব, উকিলুত তবশীর, লণ্ডন লিখেছেন, তাঁর সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত ধর্মের সেবায় অতিবাহিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয়াদির কার্যক্রমে যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে চৌধুরী সাহেবের নিকট যেসব নির্দেশনা পৌঁছানো হতো, কালবিলম্ব না করে তাৎক্ষণিক সেসব নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতেন। নিশ্চয় তার উঠাবসা, চাল-চলন, কথা-বার্তা, মৌনতা সবই যুগ খলীফার অধীনে ছিল। যারা জামাতের বিধি-বিধান'কে যুগ খলীফার কথার চেয়েও বেশি অগ্রগণ্য মনে করে এবং যারা লিখে, জামাতের লিখিত নিয়ম-নীতির ওপরই আমল করা উচিত। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে তিনি সর্বদা বলতেন, 'যুগ খলীফা যেসব হিদায়াত দেন এবং দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন সেগুলোর ওপর আমল করুন, এটিই আপনার জন্য বিধান'।

মুবারক সিদ্দিকী সাহেব বলেন, একবার তিনি (অর্থাৎ চৌধুরী সাহেব) লণ্ডনে আসলে আমি (অর্থাৎ হুযূর) তাকে টিআই কলেজের প্রবীণ শিক্ষার্থীদের সাথে একটি মিটিং বা অধিবেশন করার অনুমতি দেই। আমি সেখানে তাকে বললাম, আল্লাহ্‌তা'লা আপনাকে দীর্ঘ সময় সেবা করার তৌফিক দিয়েছেন এবং অনেক সম্মানে ভূষিত করেছেন। আপনি আমাদেরকে এই সফলতার রহস্য বলুন এবং কিছু উপদেশ দিন। তখন তিনি বলেন, 'রহস্য একটাই আর তা হল–নিজের জ্ঞান এবং বিবেক-বুদ্ধিকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে। আর চোখ বন্ধ করে যুগ-খলীফার আনুগত্য করবে। এমন আনুগত্য করবে যেন হৃদয় এ কথার সাক্ষ্য দেয়, আমি সত্যিকার অর্থেই পূর্ণ আনুগত্য করার চেষ্টা করেছি'।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন। আর তাঁর মত সুলতানে নাসীর তথা সাহায্যকারী ব্যক্তি সর্বদা খিলাফত লাভ করতে থাকুক। পাকিস্তানের অবস্থা যেন আল্লাহ্‌ত'লা অচিরেই পরিবর্তন করে দেন। সেখানকার আহমদীরা যেন স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার তৌফিক লাভ করেন।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি আমি বলতে চাই, পৃথিবীতে যে করোনা মহামারী ছড়িয়ে আছে, সাবধানতা অবলম্বনের যে দায়িত্ব রয়েছে আহমদীরাও তা যথাযথভাবে পালন করছে না; যুক্তরাজ্যেও না, যুক্তরাষ্ট্রেও না, পাকিস্তানেও না আর অন্যান্য দেশেও না। পরিপূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। মাস্ক ইত্যাদি পরিধান করা আবশ্যক। মাস্ক পরলেও নাক খুলে রাখা হয় অথচ নাক ঢেকে রাখা উচিত। অথবা মাস্ক গলায় ঝুলিয়ে রাখা হয়- তাহলে মাস্ক পরে কী লাভ? এছাড়া পরস্পর কাছাকাছি এসে সাক্ষাৎ করা হচ্ছে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা হচ্ছে না। এছাড়া সরকার বা প্রশাসন যেসব (স্বাস্থ্য) বিধি আরোপ করেছে, তদনুযায়ী আমল করা হচ্ছে না। এগুলো আমাদের মেনে চলা উচিত অন্যথায় এই মহামারী পরস্পরের মাঝে ছড়াতে থাকবে। আর বর্তমানে সফর যতটা কম করা যায় ততই ভালো, অযথা সফর পরিহার করুন। ইউরোপ থেকে যারা পাকিস্তানে যাচ্ছেন, তারাও সাবধানতা অবলম্বন করুন। আজকাল না যাওয়াই উত্তম। যাহোক, আল্লাহ্‌তা'লা এই মহামারী দ্রুত দূর করে দিন। আর যেসব আহমদী, অ-আহমদী অসুস্থ আছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে আরোগ্য দান করুন। নামাযের পর আমি চৌধুরী সাহেবের গায়েবানা জানাযাও পড়াবো, ইনশাআল্লাহ্।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔ عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
12 February 2021

Makeup & Distribute **FROM**
AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org